

বিসিএস প্রিলিমিনারি বাংলাদেশ বিষয়াবলি (৫০ নম্বর): পূর্ণাঙ্গ হ্যান্ডনোট ও প্রশ্ন সমাধান

প্রকাশক: মেধাবী বিসিএস ও পিএসসি রিসার্চ সেল • মোট পৃষ্ঠা: সম্পূর্ণ সংস্করণ • ওয়েবসাইট: medhabi.app

📌 **সারসংক্ষেপ:** বিসিএস প্রিলিমিনারি ২০০ নম্বরের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ বা ৫০ নম্বর থাকে 'বাংলাদেশ বিষয়াবলি'-তে। প্রিলিমিনারি পাস নিশ্চিত করতে এই অংশের টপিকভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি অপরিহার্য। এই হ্যান্ডনোটে বিগত ১০ম থেকে ৪৬তম বিসিএস-এর প্রশ্ন প্রবণতা বিশ্লেষণ করে প্রতিটি অধ্যায়ের শতভাগ কমন টপিক, সাংবিধানিক ধারা, মুক্তিযুদ্ধ ও অর্থনীতির সাম্প্রতিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

১. বিসিএস প্রিলিমিনারি বাংলাদেশ বিষয়াবলির অধ্যয়নভিত্তিক নম্বর বণ্টন (৫০ নম্বর)

টপিক / অধ্যায়	সিলেবাসভুক্ত বিষয়বস্তু	নির্ধারিত নম্বর
১. প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ইতিহাস	প্রাচীন বাংলা (মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন), সুলতানি ও মোঘল আমল, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট, ৬ দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ।	১৮ নম্বর
২. বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ	শস্য উৎপাদন, জাত ও উদ্ভাবন, কৃষি শুমারি, জিডিপিতে কৃষির অবদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বনজ সম্পদ।	৩ নম্বর
৩. জনসংখ্যা, আদিবাসী ও জনমিতি	জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, উপজাতি ও নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও প্রবৃদ্ধি, স্বাক্ষরতার হার।	৩ নম্বর
৪. বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্প	জাতীয় আয়, জিডিপি ও প্রবৃদ্ধি, বাজেট, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তৈরি পোশাক ও বৈদেশিক রেমিট্যান্স, মেগা প্রকল্প।	৩ নম্বর
৫. শিল্প ও বাণিজ্য	রপ্তানি ও আমদানি পণ্য, ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চল (BEZA), কুটির ও ভারী শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।	৩ নম্বর
৬. সংবিধান	সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস, প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৪), রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী।	৩ নম্বর
৭. সরকার ও শাসনব্যবস্থা	আইনসভা (জাতীয় সংসদ), বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট), শাসন বিভাগ (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী), সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।	৩ নম্বর
৮. জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, খেলাধুলা	ইউনেস্কো স্বীকৃতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি, নোবেল ও পুরস্কার, স্বাধীনতা ও একুশে পদক, জাতীয় ক্রিকেট ও ফুটবল সাফল্য।	৪ নম্বর

৯. রাজনৈতিক দল ও পররাষ্ট্রনীতি	পররাষ্ট্র নীতি ('সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'), ছিটমহল সমস্যা, সমুদ্রসীমা বিজয়, আন্তর্জাতিক ফোরামে ভূমিকা।	১০ নম্বর
--------------------------------	---	----------

২. প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা: মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বুলেট পয়েন্ট

- **মৌর্য ও গুপ্ত যুগ:** বাংলার প্রাচীনতম জনপদ মহাস্থানগড় (পুন্ড্রনগর), বগুড়ায় অবস্থিত। মৌর্য সম্রাট অশোকের ব্রাহ্মী লিপি আবিষ্কৃত হয় মহাস্থানগড়ে। ফাহিয়েন (চীন) আসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে এবং হিউয়েন সাং আসেন হর্ষবর্ধনের আমলে।
- **শশাঙ্ক ও মাৎস্যন্যায়:** বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা শশাঙ্ক (গৌড় রাজ্য, রাজধানী কর্ণসুবর্ণ)। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ১০০ বছর বাংলায় যে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয় (৭ম-৮ম শতক)।
- **পাল বংশ (৭৫০-১১৬১ খ্রি.):** পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (জনগণের দ্বারা নির্বাচিত)। শ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপাল—যিনি পাহাড়পুরের 'সোমপুর বিহার' (নওগাঁ) নির্মাণ করেন। রামপালের সময় 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' ঘটে (নেতা দিব্যোক)। পাল বংশের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ৪০০ বছর।
- **সুলতানি আমল:** ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ প্রথম 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধি ধারণ করে সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করেন (১৩৩৮ খ্রি.)। ইলিয়াস শাহী ও আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমল ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ।
- **মুঘল আমল ও বারো ভূঁইয়া:** ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে মুঘলরা বাংলা অধিকার করে। বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈশা খাঁ (সোনারগাঁ)। ১৬১০ সালে ইসলাম খান চিশতি ঢাকাকে প্রথম বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেন এবং নাম দেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।

৩. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১): অপরিহার্য ডাটাশিট

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২):

- তমুদ্দুন মজলিস গঠিত হয়: ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ (প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাশেম)।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়: ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ (আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব)।
- ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন: রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার ও শফিউর। প্রথম শহীদ রফিকউদ্দিন।
- প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়: ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউরের পিতা)।
- ইউনেস্কোর স্বীকৃতি: ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা (কার্যকর ২০০০ সাল থেকে)।

মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ ও মুজিবনগর সরকার:

- ৭ মার্চের ভাষণ: ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' স্বীকৃতি (৩০ অক্টোবর ২০১৭)।
- মুজিবনগর সরকার গঠন: ১০ এপ্রিল ১৯৭১; শপথ গ্রহণ: ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা/ভবেরপাড়ায়)।
- রাষ্ট্রপতি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; উপ-রাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম; প্রধানমন্ত্রী: তাজউদ্দীন আহমদ।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি: এম. এ. জি. ওসমানী; চিফ অব স্টাফ: কর্নেল আবদুর রব।
- সেক্টর ও কমান্ডার: সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না ১০ নং সেক্টরে (নৌ কমান্ডো)।

৪. বাংলাদেশ সংবিধান: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব
অনুচ্ছেদ ৭ ও ৭(ক)	সংবিধানের প্রাধান্য ও প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সংবিধান বাতিল বা স্থগিতকরণ রাষ্ট্রদ্রোহিতা।
অনুচ্ছেদ ৯ ও ১০	স্থানীয় শাসন ও জাতীয় জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
অনুচ্ছেদ ১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।
অনুচ্ছেদ ১৮(ক)	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত)।
অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮	আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে বৈষম্য নিষিদ্ধ।
অনুচ্ছেদ ৩৬ ও ৩৭	চলাফেরার স্বাধীনতা ও সমাবেশের স্বাধীনতা।
অনুচ্ছেদ ৩৯	চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা।
অনুচ্ছেদ ৭৬ ও ৭৭	সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ এবং ন্যায়পাল (Ombudsman) নিয়োগের বিধান।
অনুচ্ছেদ ৯৩ ও ১৪১(ক)	রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা ও জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

৫. বিসিএস প্রিলিতে ৫০-এ ৪৫+ তোলার সুপার ট্রিকস

- বিগত বছরের প্রশ্ন আত্মস্থ করা: ১০ম থেকে ৪৬তম বিসিএস-এর বাংলাদেশ বিষয়াবলির প্রতিটি প্রশ্ন ও এর চারপাশের তথ্য খাতায় লিখে ফেলুন। প্রায় ৩০% প্রশ্ন সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রিপিট হয়।
- সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধ রিভিশন: এই দুটি অংশ থেকে প্রতিবার ২০-২২ নম্বর আসে। তাই অনুচ্ছেদ ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর/খেতাব মুখস্থ রাখুন।
- সাম্প্রতিক তথ্যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা নির্ভরতা: মাথা পিছু আয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসরণ করুন।